International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

How to Keep a Student Amused During Teaching

-HIRANMAY RAY, RESEARCH SCHOLAR, TECHNO UNIVERSITY.

-MALAY KHAN DEPT.OF EDUCATION R.K MISSION TEACHER'S TRANING INSTITUTE (B.Ed. IN SPECIAL EDUCATION).

ভূমিকা

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক দ্বারা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটে চলেছে অবিরাম ও অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে। শিখন সম্পর্কিত বা শিক্ষা সম্পর্কিত অনেক গবেষণা বর্তমানে প্রচলিত বা হয়ে এসেছে যেখান থেকে আমরা শিখন পদ্ধতির অনেক উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছি। বাস্তবে শিখুন কি তা হয়তো কমবেশি প্রত্যেকটি মানুষ বা যারা পাঠ্যপুস্তকের মুখ দেখেছেন তারা হয়তো জানবেন।। শিখন কি এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ মানুষ বা প্রাণির আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকে শিখন বা শিক্ষা বলা হয়। শিখন একটি অবিরাম প্রক্রিয়া কারণ মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কিছু না কিছু শিখছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন তাত্বিক বিভিন্ন সময় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন যা শিখন তত্ব নামে পরিচিত।

শিখন তত্ব শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সঠিক এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উপায় এবং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা লাভে সহায়তা করে। এসব শিখন তত্ব থেকে শিখন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন, যেমন- শিক্ষার্থী কীভাবে শেখে? 'শিক্ষক কীভাবে পাঠ দান করেন? শিখন কীভাবে ঘটে? কোন ধরনের উপাদান শিখনকে প্রভাবিত করে? শিখনে স্মৃতির ভূমিকা কী? বা কীভাবে শিখনের সঞ্চালন ঘটে?- ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক বা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারেন। আমাদের এই অধ্যায়নের মূল বিষয়বস্তুই হলো শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীকে পাঠ্য দান করেন তখন তাদেরকে আনন্দিত করার জন্য কিভাবে বা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা জানা।

শিখন তত্ব সম্পর্কে জানা এবং বোঝা একজন শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর চাহিদা পুরণের উপযোগী শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্ধারণ, শিশুদের শিখন শেখানোর জন্য সঠিক পরিকল্পনা করতে পারেন। আমরা এই অধ্যায়ে দেখব এবং শিখব যে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে কিভাবে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারে।

প্রেরণা (Motivation):-

কোন কিছুকে শিখতে গেলে সবচেয়ে প্রথমে যেটা প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে আগ্রহ এই আগ্রহকেই প্রেরণা বলা হয়।প্রেরণা শিখনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা মানুষ বা প্রাণিকে কোন কাজে প্রণোদিত বা চালিত করে তাই প্রেষণা। ক্ষুধার্ত না হলে আমরা খাদ্য সংগ্রহের কৌশল শিখতাম না। এক্ষেত্রে ক্ষুধা হচ্ছে প্রেরণা। প্রেরণা বা তাগিদ না থাকলে প্রাণী কিছুই শিখত না। তাই বলা যায়, শিখনের জন্য প্রেষণা হলো একটি শক্তিশালী উপাদান। ঠিক তেমনি ক্লাসে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর যাতে পাঠ্যপুস্তক এর বিষয়বস্তুর উপরে অধিক আগ্রহ বজায় রাখে সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষকের উচিত বিভিন্ন কোলা কৌশলের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কে আনন্দিত করা। ক্লাস যত ও বিরক্তদায়ক হবে শিক্ষার্থীর মন ততই সেই ক্লাসের বাইরে পড়ে থাকবে। অনেক সময় দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থী এই বিরক্তদায়ক ক্লাস গুলোকে না করার জন্যই স্কুলেই আসে না তাই তাদেরকে স্কুলে প্রত্যেকদিন উপস্থিত থাকতে ও ক্লাসে উপস্থিত থাকতে শিক্ষকদের উচিত ভিন্ন কলা কৌশল গ্রহণ করা আগ্রহ প্রদান করে। এছাড়াও পাঠ্যবিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে যদি উপযুক্ত প্রেরণা (Motivation) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চার করা যায়, তা হলেও অবসাদের প্রভাব কমানো যায়। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ করে উপস্থাপন করলে এবং শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায় সাফল্য নিশ্চিত করতে পারলে, তাদের মনে প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। তাই বিষয়বস্তু যদি শিক্ষার্থীদের পরিণমন ও মানসিক ক্ষমতার স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক নির্বাচন করতে পারেন এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় যদি তাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারেন, তবে শিক্ষণ পরিস্থিতি থেকে অবসাদ দূর করা সম্ভব হবে।

বিশ্রাম :-

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

যেকোনো শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে আমাদের প্রয়োজন আগ্রহ ও একাগ্রতা | অনেক সময় ধরে এক নাগাড়ে পড়ার ফলে আমাদের মনোযোগ অনেকটা ভঙ্গ হয়। তার কারণে পড়াশুনার যতই পরি না কেন মস্তিষ্কের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এর ফলে মাঝে মাঝে আমাদের প্রয়োজন হয় বিশ্রাম আমাদের অলসতাকে দূর করে এছাড়াও পরবর্তী ওড়ার উপরে নিজের আগ্রহতা বাড়ায়। কিন্তু এখানে এটাও মনে রাখা দরকার অধিক বিশ্রাম আমাদের পুনরায় ফিরে আনতে পারে এবং মনোযোগ কে সঠিক স্থানে না গিয়ে তার ঠিক বিপরীত করতে পারে। একজন শিক্ষকের এটা মনে রাখা দরকার বিশ্রাম এর একটা নির্দিষ্ট সীমা ও স্থানভেদে দিতে হয়।সমস্ত রকম উপায় অবলম্বন করলেও, যথা নিয়মে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবসাদ আসবেই। কারণ দৈহিক শক্তির ক্ষয় অবসাদের কারণ। উপযুক্ত বিশ্রাম পেলে, শিক্ষার্থীরা আবার দৈহিক ও মানসিক কাজ করার জন্য তৈরি হতে পারে। কারণ, বিশ্রাম শরীরের ক্ষয় হওয়া শক্তি পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে। আধুনিক কালে মনোবিদ্গণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, সম্পূর্ণভাবে অবসাদগ্রস্ত হওয়ার পর সাময়িক বিশ্রাম দিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায় না। বিশ্রাম, তা স্বল্পকালীন হলেও, যদি কর্মক্ষমতা হ্রাস হওয়ার মুহূর্তে দেওয়া যায়, তা হলে ব্যক্তি সহজে পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পায়। তাই বিদ্যালয়ে অবসাদ দূর করার জন্য আমাদের এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক এক ঘন্টা বা দু'ঘন্টা অন্তর শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্পকালীন বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে বিদ্যালয়ে তাদের কাছ থেকে অনেক বেশী কাজ পাওয়া সম্ভব হবে।

মনোমুগ্ধকর পরিবেশ :-

বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের পরিবেশগত কারণে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে। যেমন- শিক্ষার্থীদের বসার অসুবিধা, শ্রেণীতে বোর্ড ত্রুটিপূর্ণভাবে স্থাপন, শ্রেণী কক্ষে অপ্রতুল আলো-বাতাস দ্রুত অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। শিক্ষকের এই সব দিকে নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এক কথায়, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অযথা অবসাদ দূর করতে হলে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার দরকার। চারমাদের প্রভাবযুক্ত করে, তাদের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে হলে প্রথমতঃ দরকার শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা আধুনিককালে পরিবর্তিত হয়েছে। সামাজিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-স্বাধীনতার আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার এই পরস্পরবিরোধী ধারণার সার্থক সমন্বয়ে আধুনিক বিদ্যালয়-শৃঙ্খলার ধারণা গড়ে উঠেছে।

শাস্তি, পুরস্কার ও প্রশংসা:-

শাস্তি ও পুরস্কার দান বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথা। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের বিভিন্ন নীতির প্রভাবে এই রীতির পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন যে স্বাস্থ্যকালের ফলে শিক্ষার্থীদের মনে সিটিকের উপর এক বিকৃত ভাব তৈরি হয় যা শিক্ষাকে গ্রহণ থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যায় তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শাস্তির মাত্রা অতি অল্প বা নেই বললেই চলে। প্রশংসা প্রশংসা একটা শিক্ষার্থীকে তার পড়াশোনায় বা তার জ্ঞানের উপর অধিক প্রভাব ফেলে। প্রশংসার মাধ্যমে একটি শিশু বা শিক্ষার্থী পরার প্রতি আগ্রহত আরো বেড়ে যায় সে মনে করে যে তার পড়াশোনা করলে সে আরো প্রশংসা পাবে এবং একজন ভালো শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

সাবলীল ভাবে পড়ানো:-

শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, শিখন হচ্ছে এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ বা প্রাণির আচরণের অপেক্ষকৃত স্থায়ী পরিবর্তন সূচিত হয়। এই জন্য একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।শিক্ষার দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসারে একজন সাবলীল শিক্ষক হতে গেলে যেসব গুণের প্রয়োজন হয় তাহল সমস্যার সমাধান| সমস্যা না থাকলে আমরা কোন কাজ করতাম না কিংবা কোন কিছু শিখতাম না। উদাহরণস্বরূপ, শিশুর তার কান্নাকে খাবার পাওয়ার একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। প্রচেষ্টা প্রচেষ্টাও শিখনের একটি উপাদান। কারণ শিখন নির্ভর করে প্রচেষ্টার উপর। আমরা ভুল ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন কিছু শিখে থাকি।

আমরা অনেক সময় একটি প্রচেষ্টাতেই কোন কিছু শিখে থাকি। আবার কখনও কখনও কোন কিছু শিখতে অনেক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। শিক্ষকের এটা ভালো করে বুঝা প্রয়োজন। নৈকট্য মনোযোগ পরিপক্কতা আদর্শ শুদ্ধ ব্যবহার আর সব থেকে যা বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে জ্ঞান। একটি শিক্ষকের মধ্যে এইসব জিনিস যদি থাকে তাহলে সে শিক্ষক একটা শিক্ষার্থীকে সাবলীল ভাবে পড়াতে পারে।

সবশেষে, একজন শিক্ষক প্রধান উদ্দেশ্য হলশিক্ষার্থীদের অবসাদের প্রভাবমুক্ত করে, তাদের কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি

করতে হলে শিক্ষকের নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবকেও কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন তা হলে অবসাদ অবাঞ্ছিতভাবেই আসবে। শিক্ষকের সহানুভূতি, নির্দেশনা, উৎসাহ শিক্ষার্থীদের কাজে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং এই কথা স্মরণে রেখে তিনি যদি কর্মের আদর্শ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তা হলে তাঁর নিজের কাজেরও সুবিধা হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসাদের প্রভাব থেকেও মুক্ত হওয়া যাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. শিক্ষা মনোবিদ্যা-সুশীল রায়
2. সমাজ বিজ্ঞান শিখন ও তত্ব প্রয়োগ- অধ্যাপক দুলাল মুখোপাধ্যায়
ডক্টর উদয় শংকর কবিরাজ
3. Education: A Very Short Introduction- Gary Thomas
4. My Idea of Education - Swami Vivekananda
5.Establish education psychology-S.K Mangal